

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ও উন্নয়ন : প্রয়োজন একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন

মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন*

সার-সংক্ষেপ আলোচ্য প্রবন্ধে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে সাশ্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করে যথাযথ বাস্তবায়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, চলমান বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ন, একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালার রূপরেখা এবং তা যথাযথভাবে সম্পাদনের গুরুত্বের উপর বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নাজুক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির জন্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে গণমানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আজ দেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি মাথায় রেখে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে উৎপাদনমুখী, উন্নয়ন বাস্তব একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা কার্যকরভাবে সম্পাদনে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

১. পটভূমি

আধুনিক সভ্যতা মূলতঃ বিদ্যুৎ নির্ভর। বিদ্যুতের উপর নির্ভর করেই এই পণ্য সভ্যতার ভীত রচিত হয়েছে এবং এর চরম বিকাশমান রূপ এখন বিশ্বব্যাপি দৃশ্যমান। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন- ধারণাটির সাথে দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত: বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো। দ্বিতীয়ত: বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমেই উন্নত দেশগুলো পণ্য সভ্যতাকে বিস্তৃত করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আজ তারাই বিশ্ব অর্থনীতি

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ফেনী গার্লস্ ক্যাডেট কলেজ, ফেনী।

নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। আর আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো বিদ্যুৎ পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করতে পারছেন না। ফলে শত চেষ্টা করেও উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদার নীতি গ্রহণ করছে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার অস্তিত্ব থাকায় কাজিত বিনিয়োগ হচ্ছে না। এসকল সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ সমস্যা দেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি এ সমস্যা দিনে দিনে আরো প্রকট হচ্ছে। কাজিত হারে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রায় প্রতি বছরই ব্যর্থ হচ্ছে। আর তাই দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী দেশের যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে তা একেবারেই অপ্রতুল। এর প্রধান কারণ হলো জ্বালানীর স্বল্পতা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে Commercial ও Non commercial জ্বালানীর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ জ্বালানী সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। ফলে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে মাথাপিছু জ্বালানী ভোগের পরিমাণ অনেক কম। Global Energy Network Institute (GENI) এর তথ্য অনুযায়ী, “Bangladesh’s per capita commercial energy consumption is among the lowest in the world”.

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় জ্বালানী অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল ইত্যাদি। এসকল জ্বালানীর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার সর্বাধিক। ২০১০-১১ অর্থবছরে (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) নীট উৎপাদনের ৮৩.৪৮ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ২.২০ শতাংশ। কয়লাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লা উচ্চতর শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্রমাগত ভাবে তার ভিতর কার্বন বৃদ্ধি পায়, উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থ হ্রাস পায় এবং কয়লার তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা তথা কার্যক্ষমতা মান বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ সালের পর থেকে এই কয়লাকে প্রধান জ্বালানী হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও সম্প্রতি কয়লা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হতে ফিরে এসে আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে করে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ আরো বেড়ে যাবে। বর্তমান বাজারে নিজস্ব কয়লা উত্তোলন করলে টনপ্রতি যেখানে খরচ হবে ১১০ ডলার, সেখানে বাইরে থেকে কয়লা আমদানি করলে কয়লার জন্য খরচ হবে টন প্রতি ১৬০ থেকে ১৭০ ডলার। সুতরাং নিজস্ব সম্পদ কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের অগ্রগতি নেই বললেই চলে। বর্তমানে বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক উক্ত কয়লা ক্ষেত্র হতে বার্ষিক ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। উত্তোলিত কয়লার মধ্যে বার্ষিক ৭ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বড় পুকুরিয়ায় অবস্থিত মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানীকৃত LNG (তরলীকৃত স্বাভাবিক গ্যাস) ব্যবহারের কথা বারবার বলা হলেও তা আমদানির কোন উদ্যোগ এখনো চোখে পড়েনি।

জ্বালানী মজুদের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় সারা বিশ্ব বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ এখনো উল্লেখ করার মত নয়।

Nuclear Power plant স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা দীর্ঘদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছে। Nuclear Power plant এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে চলছে। এ প্রক্রিয়ায় সর্ব প্রথম ১৯৫৪ সালে রাশিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয় এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫ মেগাওয়াট। ধারণা করা হয় আগামী ২০২০ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৭% শতাংশ Nuclear Power Plant এর মাধ্যমে উৎপাদিত হবে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনা করা হলেও আমাদের দেশে Nuclear Power Plant স্থাপন এখনো সম্ভব হয়নি।

এমতাবস্থায় সবার আগে প্রয়োজন বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন। ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে গ্রাহক সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার স্বপ্ন সুদূর পরাহত। সম্পদের অভাব, আর্থিক অসঙ্গতি, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতির জন্য চাহিদামত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় অসম্ভব। বর্তমান বাস্তবতায় এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। অপর পক্ষে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতির জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা মোটেও সন্তোষজনক নয়। ফলে পরিস্থিতির উন্নয়নে ফি বছর বিপুল অংকের অর্থ খরচ করেও আমরা পরিস্থিতিকে বাস্তবসম্মত করতে পারছি না।

বিগত দুই দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পেলেও সারা দেশেই বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকে। কোন অবস্থাতেই যেন ঘাটতির কবল থেকে দেশবাসীকে বাঁচানো যাচ্ছে না। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই দেখা যায় ভয়াবহ লোডশেডিং। সুতরাং এই অবস্থাই বলে দেয় দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কতটা নাজুক।

পরিস্থিতি নাজুক হলেও আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। বিগত কয়েক বছরে পরিস্থিতি উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে যা চোখে পড়ার মতো। ২০০০-০১ এর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০৩৩ মেগাওয়াট থেকে ২০১০-১১ (ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত) এ সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৬৯৯ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক দশক বিবেচনায় এই কয় বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইতোমধ্যে মহা পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের জন্য ২১.২০ KWp (কিলোওয়াট পিক) ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল (Solar Photovoltaic (pv) System) স্থাপন সহ কতিপয় সরকারি দপ্তরে সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। সচিবালয়গুলো সোলার প্যানেলের আওতায় আনার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে Compact fluorescent lamp (CFL) বাস্ব বিতরণ করা হচ্ছে। এসবই প্রশংসায়োগ্য ইতিবাচক উদ্যোগ। সীমিত সাধের মধ্যে সতর্কতার সহিত উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু এই চরম সংকটের মধ্যেও বিদ্যুতের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি আবাসন প্রভৃতিতে ব্যাপক হারে বিদ্যুতের অপচয় হয়ে আসছে এবং এখনো হচ্ছে। লোড শেডিংকে সহনীয় পর্যায়ে আনতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন করে পড়ে তুলতে ২০১০ সাল থেকে বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। “সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জ্বলবে আলো ঘরে ঘরে” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৭ ডিসেম্বর, ২০১১ দ্বিতীয় বারের মত বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ পালন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের এক বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সহ এ খাতকে দক্ষ, সুশৃঙ্খল হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তার বাণীতে বলেন, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন

সত্যিই দুরূহ। তবে সংযমী ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে একজন সাধারণ গ্রাহকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন। সুতরাং এ সত্যটি উপলব্ধি করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপর আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমাদের মত দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে সবার জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনশীল খাতে কাজে লাগিয়ে সহজেই দেশের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে পারি।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। আর তাই সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও কৃষি খাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কতিপয় উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থাপন করা হলো :

১. বর্তমান দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি তুলে ধরা।
২. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা।
৩. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালার রূপরেখা তুলে ধরা।
৪. নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য সমূহ মূলতঃ প্রকাশিত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল “Bangladesh Journal of Political Economy” এর বিভিন্ন সংখ্যা, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় বিদ্যুৎ সঙ্গঠন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্ট, ফিচার, কলামের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। খোদ রাজধানী শহর এখনো সম্পূর্ণরূপে লোডশেডিং মুক্ত হতে পারেনি। ফলে শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্যে এক ধরনের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিদ্যুতের জন্য শিল্পোৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে হাসপাতাল গুলোতে একজন জরুরী রোগীর যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যায়না। মফস্বল শহর গুলোতে দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকেনা।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজ তন্ত্র কায়েম হওয়ার পর ১৯২০ সালেই রাষ্ট্রীয় বিদ্যুতায়ন কমিশন গঠন করা হয় এই উপলব্ধি থেকে যে, কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগসহ অর্থনীতির অন্যান্য সকল খাতের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। আর সে জন্যই মাত্র দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়নের জন্য লেলিন রাষ্ট্রীয় বিদ্যুতায়ন কমিশনকে একটি সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করতে বলেছিলেন। হাঁ, এটা ছিল একটা বিরাট, কঠিন ও দুঃসাহসিক কাজ। বিশেষ করে রাশিয়ার মত সুবিশাল (পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ) একটি দেশের জন্য। কিন্তু তারা এ কাজটি করতে সমর্থ হয়েছিল

পরিকল্পিত সময়েরও কম সময়ে। ১৯৩৫ সাল নাগাদ তারা সমগ্র দেশ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছিল। যে কাজ করতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শত শত বছর লেগেছিল রাশিয়া সে কাজটি সমাধা করতে পেরেছিল মাত্র দেড় দশক সময়ে।

বাংলাদেশ একটি বিকাশশীল দেশ। সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়ন আমাদের সার্বিক অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা রাশিয়ার বিদ্যুতায়নের অভিজ্ঞতাকে আদৌ কাজে লাগাতে পারিনি বা চাইনি। বিগত কয়েক বছরে রেন্টাল পাওয়ার ও কুইক রেন্টাল পাওয়ার স্থাপন করার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে বলা যাবে না। বিগত তিন বছরে গ্যাস কিংবা কয়লাভিত্তিক বড় ও দীর্ঘমেয়াদি কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বেইজ লোড প্ল্যান্ট) চালু হচ্ছে না। এ সময়ে বিদ্যুতের জন্য নির্ভর করতে হবে মূলত: ছোট ছোট ভাড়াভিত্তিক, কুইক রেন্টাল, বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মাঝারি আকারের সরকারি খাতের কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানীর সংকট ও সরবরাহের সমস্যাও থাকবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো ৪০০ থেকে ৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে গ্যাস স্বল্পতার কারণে। এই স্বল্পতা খুব শিগগিরই ঘুচেবে, এমন কোনো লক্ষণ নেই।

সুতরাং বিদ্যুতের জন্য পুরো দেশকেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার ক্রটিও উল্লেখ করার মত। বিদ্যুৎ বিতরণে অনিয়ম, প্রতিটি দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতি বিদ্যুৎ সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলে চলছে। সেই সাথে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে অযাচিত ব্যবহার ও অপচয় দেখে চমকে উঠতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের অপচয় দেখে মনে হয় দেশে কোন বিদ্যুতের সমস্যা নেই, চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের উৎপাদন এত বেশী যে তা কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা ভেবে কুল পাচ্ছি না। যদিও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত এক ফিচার থেকে জানা যায়, একটি বড় কারখানার মালিক আগে যেখানে দুই লাখ টাকার বিদ্যুৎ বিল দিতেন, এখন তাকে চার লাখ টাকার ডিজেল কিনতে হচ্ছে। ১০ কর্ম ঘন্টার মধ্যে চার থেকে ছয় ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকায় ২০ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। কম-বেশী একই অবস্থা অন্যান্য কারখানা মালিকদেরও। গত কয়েক বছর থেকে লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত দেশের শিল্প-বাণিজ্যের চিত্র এরকমই। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেশের পাঁচ হাজার তৈরি পোশাক কারখানার। হাতেগোনা কয়েকটি বাদে বেশির ভাগেরই ত্রাহি অবস্থা। নতুন কারখানা স্থাপনের সব কিছু ঠিক থাকার পরও শুধু বিদ্যুতের অভাবে তা চালু করা যাচ্ছে না। দেশজুড়ে এ রকম শতাধিক ছোট-বড় শিল্প কারখানা সব প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। কয়েক হাজার কোটি টাকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অলস পড়ে আছে। যা বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কর্মসংস্থান দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। দেশের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে বলে সবার ধারণা।

এমন ভয়াবহ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সব ধরনের উৎস ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইতিমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০১৬ সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক পরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হল :

বিগত দুই বছরে ২১টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১৩৩১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ চলছে। রূপপুর পারমাণবিক

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মোট কথা পরিস্থিতির উন্নয়নে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। কিন্তু এত কিছু পরও কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাদের সীমিত

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	সর্বমোট
	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:	মে:ও:
সরকারি	২৫৫	৮৫১	৮৩৮	১০৪০	১২৭০	৪৫০	১৫০০	৬২০৪
বেসরকারি	২৭০	১০৫	১৩১৯	১১৩৪	১০৫৩	১৯০০	১৩০০	৭০৮১
কুইক রেস্টাল	২৫০	১২৩৮	---	---	---	---	---	১৪৮৮
সর্বমোট	৭৭৫	২১৯৪	২১৫৭	২১৭৪	২৩২৩	২৩৫০	২৮০০	১৪৭৭৩

সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সাধারণ মধ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারছি কী? উৎপাদিত বিদ্যুতের কি পরিমাণ উৎপাদনশীল ও কি পরিমাণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়? বিদ্যুৎ সরবরাহে কোন খাতকে গুরুত্ব প্রদান করি? উৎপাদনশীল খাত নাকি অনুৎপাদনশীল খাত? ইত্যাদি। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিদ্যুৎ নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা কেবল উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কথা জোর দিয়ে বলা হলেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের অপচয় কোন অবস্থাতেই কমছেনা। অধিকন্তু অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ব্যবহার, সরকারি দপ্তর, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সহ সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপচয় বেড়েই চলেছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, গাজীপুর জেলার ভাওয়াল পরগনার রাজা পূর্ববঙ্গের প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। ঢাকা নগরীতে ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। অক্টোভিয়া স্টিল কোম্পানি নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঢাকা নগরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ও বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ঢাকার নবাব খাজা আহসান উল্লাহ এই কর্মসূচীর অর্থায়ন করেন। অক্টোভিয়া কোম্পানির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অনেক কম এবং এজন্য তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ শুধু অভিজাত এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল প্রধান প্রধান সড়ক ও তৎসংলগ্ন গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে দেশ তথা গণমানুষের কথা বিবেচনা না করে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের বিষয়টি ঐতিহাসিক ভাবেই স্বীকৃত। বিশ্বায়নের এ যুগের বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে সমন্বয়যোগী, জনবান্ধব তথা উৎপাদনমুখী করে তুলতে হবে। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের রূপরেখায় উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো গতিশীল করা সম্ভব।

৫. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গৃহিত কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে এই প্রথম বারের মত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে ১ কোটি ৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে যাতে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো ২ কোটি ৮০ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে এবং তা বিতরণ করা হলে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এছাড়া অধিক শক্তি অপচয়কারী ম্যাগনেটিক ব্যালাস্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট এবং T 5 টিউব লাইট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে চাহিদা যাই হোক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখা হবে। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াটের বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক প্রাপ্ত ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য এনার্জি স্টার লেবেলিং কর্মসূচী চালু করা হচ্ছে। Incandescent বাম্ব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে CFL বাম্ব উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিল্ডিং কোডে সৌরশক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্তিকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৌর প্যানেল স্থাপন ও Incandescent বাতির পরিবর্তে সাশ্রয়ী CFL বাম্ব ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে স্কুল/মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বার্তা'র নিয়মিত বুলেটিন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিজ্ঞাপন, টেন্ডার, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিতে “বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন”, “বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করুন” প্রভৃতি শ্লোগান প্রচার করা হয়। ইতোমধ্যে দেশব্যাপি ৫৬,৪১৫ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ৩৫,০০০ টি আধুনিক প্রি-পেইড মিটার আগামী বছরের মধ্যে স্থাপন সহ দেশব্যাপি প্রায় ২০ লক্ষ মিটার স্থাপন করা হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সিস্টেম লস ও সিস্টেম ডিমান্ড হ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হবে। গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপাই কোম্পানি লি: (ডেসকো) কর্তৃক একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, এসএসসি/সমমান পরীক্ষা-২০১২ ও সেচ মৌসুম একই সঙ্গে শুরু হবার কারণে বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় ঘাটতি জনিত চাপ বৃদ্ধি মোকাবেলায় পিক আওয়ারে অর্থাৎ বিকাল ৫:০০ টা থেকে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সকল প্রকার হিটার, ওভেন, ওয়েল্ডিং মেশিন, ইঞ্জির দোকান, পানির পাম্প ইত্যাদি বন্ধ রেখে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সম্মানিত গ্রাহকগণের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ প্রথম আলো পত্রিকার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর যেসব আবাসিক গ্রাহক কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, বিলের ক্ষেত্রে তারা এখন থেকে বেশী সুবিধা পাবেন। Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) এই সুবিধা দেওয়ার বিধান করছে। বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী আবাসিক বিল তিনটি শ্রেণীতে (স্লাব) বিভক্ত। বর্তমানে কোনো গ্রাহকের মাসে ৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিল করা হয় ১০০ ইউনিট পর্যন্ত সর্বনিম্ন দামে এবং ৩০০ ইউনিট দ্বিতীয় বিল শ্রেণীর দামে। কিন্তু BERC এ জন্য নতুন বিধান করছে। এখন কোন গ্রাহক মাসে বিদ্যুতের ব্যবহার ৩০০ ইউনিটের মধ্যে রাখতে পারলে তিনি প্রথম ১০০ ইউনিট আগের মতই সর্বনিম্ন দামে পাবেন। বাকী ২০০ ইউনিটের দাম ধরা হবে দ্বিতীয় বিলশ্রেণী অনুযায়ী। কিন্তু কোন গ্রাহক যদি মাসে ৩০০ ইউনিটের বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাহলে প্রথম ১০০ ইউনিটের দামে সর্বনিম্ন বিলশ্রেণীর সুবিধা পাবেননা। তার ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিদ্যুতের দামই ধরা হবে দ্বিতীয় বিলশ্রেণী অনুযায়ী। আবাসিক গ্রাহকদের প্রায় ৭০ ভাগ ৪০০ ইউনিট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এ সম্পর্কে BERC'র সদস্য সেলিম মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, এর ফলে গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে আরও সাশ্রয়ী হবেন। বিতরণকারি সংস্থাগুলোরও আয় বাড়বে।

মোট কথা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এসকল কার্যক্রম থেকে আমাদের প্রাপ্তি কতটুকু? কিংবা এসকল কার্যক্রম থেকে আমরা কতটুকু বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম হচ্ছি? এবিষয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে লোড/ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্টের

চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শপিংমল ও দোকান পাট বন্ধের সময় পরিবর্তন করে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট ও এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/সুপার মার্কেট সাপ্তাহিক বন্ধের সময় পরিবর্তন করে প্রায় ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা কমানো গেছে। এনার্জি সেভিং বাব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেও আগামী জুনের মধ্যেই প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বহুবিদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তিতে “শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালীতে বিকল্প জ্বালানী ” শ্লোগানটি ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গৃহস্থালীতে বিকল্প জ্বালানী সম্পূর্ণ চালু সম্ভব নয়। তবে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে গৃহস্থালীতে বিতরণের কথা ভাবা যেতে পারে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ যুগান্তর পত্রিকার গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটে ধ্বংসের পথে শিল্প কারখানা শিরোনামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর সভাপতি একে আজাদ ০৯ ফেব্রুয়ারি নবম আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস্ মেশিনারি মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক কারখানায় এ সংকটের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া নতুন কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ দেয়া হচ্ছে না। সুতরাং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মত দেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় কঠিন ব্যাপার। আর তাই জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব।

৬. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের ভূমিকা

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্তর ব্যবধান থাকায় জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া সকল গ্রাহকের দায়িত্ব। একথা অনস্বীকার্য যে, একজন গ্রাহকের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যদের ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। একজন গ্রাহক তার নৈমিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী/সাশ্রয়ী মনোভাব পোষণ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

- ক) বসতবাড়ী, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাব্দ ব্যবহার করে।
- খ) সাধারণ বাব্দ/টিউব লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED (Light Emitting Diode) বাব্দ ব্যবহার করে।
- গ) বদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে শিল্প-কারখানায় PFI (Power Factor Improvement) ডিভাইস ব্যবহার করা।
- ঘ) ম্যাগনেটিভ ব্যালাস্ট বেসী বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হয়, তাই ম্যাগনেটিভ ব্যালাস্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করে।
- ঙ) লাইট, ফ্যান ও সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করে।
- চ) সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে সন্ধ্যায় শপিংমল, দোকান-পাট, পেট্রোল পাম্প সহ সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হলে জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়ে এবং এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়ে থাকে।

- ছ) সিএনজি স্টেশন ও ফুয়েল পাম্প সমূহে প্রকৃত পক্ষে এত আলোক সজ্জার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করে।
- জ) বিলবোর্ডগুলো জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ না নিয়ে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে।
- ঝ) সেচ পাম্পগুলো সারাদিন না চালিয়ে রাত ১১.০০ টার পর থেকে ভোর ৬.০০ টা পর্যন্ত চালিয়ে।
- ঞ) পিক আওয়ারে এয়ারকুলার, ইলেকট্রিক ইন্ড্রিসহ বসত বাড়ীর অন্যান্য মোটর চালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমূহের ব্যবহার সীমিত রেখে।
- ট) অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা ঘটানোর সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করে। সাধারণত টিউব লাইট অপেক্ষা T 5 টিউব লাইট ৪০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তাই লোভোল্টেজে ব্যবহার উপযোগী T 5 টিউব লাইট ব্যবহার করে।
- ঠ) এয়ারকুলার এর তাপমাত্রা ২৫°সেলসিয়াসের উপরে রেখে, দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করে।
- ড) সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি করে।
- ঢ) বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে আসা গাছপালা পরিষ্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থাকে জানানোর মাধ্যমে।

বস্তুত: বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি একটি বাস্তব সম্মত সমন্বয়যোগী বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করে বিদ্যুতের চাহিদা আরো অনেক কমিয়ে আনা যায় এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনশীল খাতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ করে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব আরো অনেক গুণ।

৭. বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিভিন্ন সেক্টর

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তুলতে যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা একেবারে কম নয়। এতদসত্ত্বেও অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের তুলনায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় কাঙ্ক্ষিত হারে হচ্ছে কী না? কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এমন সব উৎপাদনশীল খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে কী? উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল খাতে জাতীয় গ্রীডের কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে? অগ্রাধিকার বিবেচনা করে উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারছি কী না? কোন্ কোন্ খাতে বিদ্যুতের অযাচিত ব্যবহার ও অপচয় হচ্ছে? বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে আমাদের দেশে কোন বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালা আছে কী? সম্ভবত নেই। থাকলেও এর সঠিক কার্যকারিতা নেই। এমতাবস্থায় প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়ন। সত্যিকার প্রয়োজন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করা। এলক্ষ্যে প্রথমেই যেসকল খাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে নেওয়া উচিত। সাধারণত: শিল্প, কৃষি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা, সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় প্রভৃতি খাতে বিদ্যুৎ বিতরণ করতে হয়। ব্যবহারের দিক থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসব খাতকে উৎপাদনশীল বা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান খাত এবং অনুৎপাদনশীল বা আবাসন ও সেবাখাত- এ দু'টি প্রধান খাতে ভাগ করে বিদ্যুৎ

বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান খাতে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার খাত হবে শিল্প, দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত কৃষি এবং তৃতীয় খাত হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে আবাসিক এলাকা, সরকারি দপ্তর, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য খাতে যেগুলোতে বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে- অপেক্ষাকৃত কম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যুৎ বিতরণ করতে হবে।

৮. বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালার রূপরেখা

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রথম কাজটি হল উপরোক্ত উপায়ে গ্রাহকদের বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা। এক্ষেত্রে শিল্প, কৃষি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য- এই সাতটি সেক্টরে ভাগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

শিল্প একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। শিল্পায়ন ব্যতীত একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমাদের দেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য বিমোচনে কর্ম সংস্থানের কোন বিকল্প নেই। কর্ম সংস্থানের জন্য চাই ব্যাপক হারে শিল্পায়ন। এদেশে সস্তা শ্রমিক সহজলভ্য। শিল্পায়নে এটি এক অপার সম্ভাবনা। এসম্ভাবনাকে যথাযথ কাজে লাগাতে হলে বিদ্যুৎকে শিল্পায়নে সুলভ করে তুলতে হবে। কেননা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ নির্ভর। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাতে ২৪ ঘন্টাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়, তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। যে কোন মূল্যে শিল্প কারখানায় বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বলয় (Electrical Safety Network) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে ৩টি বিষয় বিবেচনায় নেয়া জরুরি। প্রথমত: বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোতে ২৪ ঘন্টাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। দ্বিতীয়ত: বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রভাব যেন কোন অবস্থাতেই শিল্প কারখানার উপর না পড়ে। বিভিন্ন কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। সহসা দাম বৃদ্ধির প্রভাব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিতে হবে যাতে অন্তত: আগামী ২০ থেকে ৩০ বছর দাম বৃদ্ধির প্রভাব যেন শিল্প কারখানার উপর না পড়ে এলক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের জন্য একটি দাম নির্ধারণ করে বেঁধে দিতে হবে। তৃতীয়ত: বিদ্যুতের জন্য যেন কোন অবস্থাতেই কোন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ব্যাহত না হয়। নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনে চাহিদা মাত্র প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বিদ্যুতের জন্য যেন কোন ভাবেই কৃষি কাজ ব্যাহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশের এটি একটি বিশাল খাত- যার রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এই কৃষিই দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এ দেশে জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সে অনুযায়ী শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ফলে কৃষি নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সে মোতাবেক চাহিদা অনুযায়ী কৃষিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় নি। দেশের বৃহৎ অংশ এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা হতে বঞ্চিত। ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠিত হলেও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার চিন্তা অবাস্তব বলা যায়। অথচ কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের সুফল পেতে হলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বহুগুণ বাড়াতে হবে- বর্তমান বাস্তবতায় যা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সীমিত পর্যায়ে যে পরিমাণ কৃষক বিদ্যুৎ সুবিধা পায়

তারা যেন চাহিদা মত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি যেহেতু মৌসুম ভিত্তিক সেহেতু কৃষি মৌসুমে কৃষি সেক্টরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী।

তৃতীয় সেক্টর হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল ৭টা হতে রাত ১২টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক আছে যা বিদ্যুৎ নির্ভর যেমন- ফটোকপি, স্টুডিও, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র, ছাপাখানা, সিনেমা প্রভৃতি। বর্তমানে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এভাবে বিদ্যুৎ নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে উল্লেখিত সময়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। বিদ্যুৎ নির্ভর নয় এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও চিহ্নিত করতে হবে। যেমন- মনোহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদি। এসকল প্রতিষ্ঠানে কেবল সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তবে আবাসিক হোটেল, রেস্টুরার মত প্রতিষ্ঠানে সারারাত পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আবাসিক এলাকাকে চতুর্থ সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্ধ্যা হতে রাত ১২টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। মধ্য রাতের পর, সকাল এবং দিনের বেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলেও আবাসিক এলাকায় সমস্যা হবার কথা নয়। তবে গরম কালে দুপুর ১টার পর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে।

সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর গুলো দিনের বেলায় পরিচালিত হয়। বিদ্যুৎ না থাকলে একজন প্রশাসক বা তার অধীনস্থ কর্মচারীর রুটিন কাজ করতে কিছুটা কষ্ট হবে। কিন্তু কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। বর্তমানে প্রতিটি দপ্তরে কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। এসকল যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ নির্ভর হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে দাপ্তরিক কাজে দারুণ ভাবে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, দাপ্তরিক কাজে যাতে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে সতকর্তা অবলম্বন করে প্রতিটি দপ্তরে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলোকে কতিপয় ভাগে ভাগ করতে হবে। কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। যেমন- হাসপাতাল। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল গুলোতে যে কোন মূল্যে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অপরপক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আবশ্যিক নয়। বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় এনে বিশ্লেষণ করলে উদ্ভট চিত্র দেখা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর যেগুলো শহরে অবস্থিত সেগুলোতে যৎ সামান্য ব্যবহৃত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ গুলোতে একই চিত্র দেখা যায়। আবার উচ্চ শিক্ষা প্রদানে প্রতিষ্ঠিত যে অল্প কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সে গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে বাস্তবতা এর উল্টো হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শ্রেণী কক্ষে দশ বারটি ফ্যান থাকার প্রয়োজন নেই। বরং ফ্যান না থাকাই সমুচিত। থাকলেও মাথার উপর ফ্যান ঝুলে থাকবে কিন্তু সে গুলো চলবে না। এমতাবস্থায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এদেশের তরুণরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। এতে তাদের মনে উপলব্ধি আসবে যে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ একটি ভয়াবহ সমস্যা। দেশ ও জাতির স্বার্থে, গণমানুষের কল্যাণে আমরা কষ্ট করেই ক্লাস করব। তবে আবাসিক হলগুলোকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আবাসিক এলাকার ন্যায় বিবেচনা করতে হবে। ফটোকপি, প্রিন্টার, কম্পিউটার, ফ্যাক্সের জন্য সীমিত পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যান্য সেক্টর বিবেচনায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, উপাসনালয় গুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। তবে সেগুলোতে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানে তৎপর হতে হবে।

মোট কথা, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ব্যবহার নীতিমালাটি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা বাস্তবায়ন করে বর্তমানে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে তা দিয়েই শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা খাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়। অন্য কথায় শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা খাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে অনুৎপাদনশীল ও সেবা খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা ভাবতে হবে।

৯. সুপারিশ

দেশের উন্নয়ন তথা অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ ব্যবহারে একটি যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত, শিল্প ও কৃষি বান্ধব এবং জনমুখী করে একটি নীতিমালা প্রণয়নে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করছি।

১. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আবাসিক এলাকায় বিদ্যুতের দাম বেশী হওয়া উচিত। বহুবিধ কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। দাম বাড়ানোর একটি সুবিধা হলো এতে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হয়। কিন্তু এ প্রবণতা কেবল আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যেই দেখা যায়। এ জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নয়, কেবল আবাসিক এলাকার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে। এতে আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত হবে। অপরপক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত উপাসনালয় ইত্যাদিতে যে পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় হয় তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গ্রাহকদের সামর্থের কথা বিবেচনায় রেখে আবাসিক এলাকার দাম বাড়াতে হবে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দামে ফ্লাট রেট করা সমুচিত। আবাসিক এলাকায় দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জন্য কম রেটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান স্লাব গুলোকে প্রয়োজনে টেলে সাজাতে হবে।
২. সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে কেবল মাত্র দাণ্ডরিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রতিটি দপ্তরে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বোচ্চ সিলিং বেধে দেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তর পরিচালনায় নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে বার্ষিক প্রতিবেদন জমার বিধান চালু করতে হবে। কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত পরিমাণের বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে জরিমানার বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে প্রতিটি দপ্তর যেন সৌর প্যানেলের আওতায় আনা যায় সেই জন্য যথাযথ প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে একাডেমিক ভবন, রোড লাইট, গার্ডেনিং, সৌন্দর্য বর্ধক সহ যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অপচয় হয় তাতে কড়াকড়ি বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেবল বিদ্যুৎ নির্ভর যন্ত্রপাতি যেমন- কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।
৪. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে।
৫. বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যে কোন ধরনের ডেকোরেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব পালনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় এমনকি বিয়েতে

ডেকোরেশনে জাতীয় গ্রীডের বিদ্যুৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। তবে এসব ডেকোরেশনে বিকল্প উপায়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা যেতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারে প্রতি ইউনিটের দাম এমনভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে যা প্রচলিত হারের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ পর্যন্ত বেশী হয়। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও বিদ্যুৎ থেকে বিতরণকারী সংস্থাগুলোর আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

৬. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় যেসকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ নির্ভর সেসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি গ্রাহকের জন্য প্রস্তাবিত সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে কি পরিমাণ প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ সিলিং বেঁধে দিতে হবে। এর উপর ব্যবহার হলে প্রচলিত হারের চেয়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম অন্তত: ১০ থেকে ২০ গুণ বেশী আদায় নিশ্চিত করতে হবে। আর যে সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ নির্ভর নয় সেগুলোতেও প্রস্তাবিত সময়ে অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করে দিতে হবে যা বিদ্যুৎ নির্ভর প্রতিষ্ঠানের চার ভাগের এক ভাগ হয়। এক্ষেত্রেও বেঁধে দেওয়া সিলিং এর চেয়ে বেশী ব্যবহার হলে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশী দাম আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও বিদ্যুতের অপচয় কমে আসবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।
৭. দাম বৃদ্ধির প্রভাব যেন কোন অবস্থাতেই শিল্প ও কৃষির উপর না পড়ে সে বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। এলক্ষ্যে আগামী ২০ থেকে ৩০ বছর যেন একই দামে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তা যে কোন উপায়ে নিশ্চিত করতে হবে। দামের ক্ষেত্রে প্রদত্ত এ সুবিধা উৎপাদনশীল খাতের নামে যেন অন্যত্র ব্যবহার না হয় এবং একই সাথে কোন অবস্থাতেই যেন দাম সুবিধার নামে বিদ্যুতের অপচয় না হয় সে বিষয়ে কঠোর নজরদারী করতে হবে।
৮. বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের শিল্প ও কৃষির সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বত্র প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার চালু করতে হবে। চলমান এ কার্যক্রম যথা সম্ভব দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। এলক্ষ্যে সকল সেক্টরে গ্রাহক অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবহার বেঁধে দিয়ে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের প্রচলন করা যেতে পারে।
৯. নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল স্তরে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে।

১০. শেষকথা

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রকট। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শুরু থেকেই অপরিকল্পিত ভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করা হয়েছে। পরিণতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার যত্রতত্র ভাবে হয়েছে। ফলে এ সমস্যা দিনে দিনে প্রকটতর হচ্ছে। মাঝখানে কিছুদিন নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রেখেও সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়নি। বিদ্যুতের ব্যবহারে উপরোক্ত পন্থায় যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে বিদ্যুৎ সমস্যা অনেকটা লাঘব হবে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনীতি গতিশীল হবে।

References

1. Bain, Subrata Kumar (2010) : “Energy Resources in Bangladesh : Cooperation for Development”, Presented at the 17th Biennial conference of Bangladesh Economic Association, Held on 8-10 April 2010.
2. Bain, Subrata Kumar : “Indicators of Energy use and Efficiency in Bangladesh”, *Bangladesh Journal of Political Economy*, Volume 24, Number 1&2, December 2008.
3. BANGLADESH’S POWER SITUATION PROBLEMS AND RESPONSES, Report No. 10, Centre for Policy Dialogue, July 1999.
4. Global Energy Network Institute
5. Internet : www.bdresearch.org.bd
6. Nagh, Nitai C. : “In search of the present state of Nuclear-energy, Cost comparison and the developing country context with some highlights on Bangladesh”, *Bangladesh Journal of Political Economy*, Volume 25, Number 1&2, December 2009.
7. ইমাম, বদরুল : “কয়লা না ওঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিক নয়”, প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারী, ২০১২, পৃ-১৩
8. ইমাম, বদরুল : *বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।
9. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন : “বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের ভূমিকা”, *Bangladesh Journal of Political Economy*, Vol. XIV, No.2, Bangladesh Economic Association, May 1998.
10. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আগামীর পথে অভিযাত্রা : একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৯ জুন, ২০১১।
11. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
12. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
13. জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ- ২০১১ উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রেডপত্র, প্রথম আলো, ০৭ ডিসেম্বর, ২০১১ ইং।
14. দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, সমকাল ও যুগান্তরের বিভিন্ন সংখ্যা।
15. *বাংলাপিডিয়া (খন্ড ৭)*: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।
16. *সাপ্তাহিক ২০০০*, সংখ্যা বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩৭, ২৭ জানুয়ারী, ২০১২।